Middle class Phenomenon (CC-IV)

বি. বি. মিশ্র কর্তৃক রচিত গ্রন্থে ভারতীয় সমাজে শ্রেণী-ব্যবস্থার সম্পর্কে যে আলোচনা পাওয়া যায় তার পরে বেশ কিছু বছর ভারতীয় সমাজতত্ত্বে শুধুমাত্র শ্রেণী সম্পর্কিত আর তেমন কোন আলোচনা হয় নি। সমাজতাত্ত্বিকদের মতে হয়তো সাম্প্রতিক অন্যান্য বিষয়ের উত্থান ও গুরুত্ব অর্জন এর জন্য দায়ী হতে পারে। এর মধ্যে জাতি (Race), নৃকুলগোষ্ঠী (Ethnicity), সামাজিক লিঙ্গ (Gender), 'নতুন সামাজিক আন্দোলন', পরিবেশ, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এর পরে 2003 সালে সতীশ দেশপাণ্ডের "কনটেম্পোরারি ইন্ডিয়া — আ সোসিওলজিক্যাল ভিউ" - গ্রন্থে "দ সেন্ট্রালিটি অফ দ মিডিল ক্লাস" - নামক রচনায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

দেশপাণ্ডে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে প্রথমে মার্ক্সকে অনুসরণ করে অর্থনৈতিক সংজ্ঞা, রাজনৈতিক সংজ্ঞা ও সামাজিক সংজ্ঞার অবতারণা করেছেন। তবে তিনি সেখানেই নিজের ধারণাকে সীমাবদ্ধ করেননি। তিনি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডিরেক্ট ট্যাক্সেস এবং ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাই-জেশনের দ্বারা প্রাপ্ত তথ্যের উপর ও গুরুত্ব দিয়েছেন। প্রথমে মিডল ক্লাস বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে "Consumer class" বা 'ভোগবাদী শ্রেণী' হিসাবে গণ্য করেছেন। তবে এখানে কোন কোন ভোগ্যপণ্যের অধিকারী ব্যক্তিদের কথা বলা হয়েছে তা যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। তবে বলা যায় যারা দারিদ্র সীমার নীচে অবস্থান করে তারা কখনোই এই শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হবে না। যেহেতু ভোগ্যপণ্য বা মাথা-পিছু আয় একেবারেই অর্থনৈতিক বিষয় তাই দেশপাণ্ডের মতে সমস্ত ব্যক্তিদেরই একটিমাত্র মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আওতায় না ফেলে তাদের

মধ্যে বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় ভাগ করে দেওয়া উচিত।
এইভাবে 'A', 'B', 'C' বা উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী,
মধ্য-মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণী যাদি
প্রকৃতপক্ষে একটিই বৃহৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সমগ্রস্থ।
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হল এই স্তরগুলির
মধ্যে পারস্পরিক সমতা ও সামঞ্জস্যের পরিমাণ
অনেক বেশী থাকে। সেই কারণে অনেক ক্ষেত্রে
বিভ্রান্তির ও সৃষ্টি হয়ে থাকে। যেমন সতীশ
দেশপাণ্ডে বলেছেন কোন উচ্চ-উচ্চবিত্ত ব্যক্তি
অনেকক্ষেত্রেই নিজের আয়, জীবনধারন প্রক্রিয়া
ইত্যাদি গোপন রেখে নিজেকে উচ্চ-মধ্যবিত্ত
শ্রেণীরূপে দাবী করে থাকে, সেক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত
শ্রেণীর সংজ্ঞা ও গণনা দুইই ভুল প্রমাণিত হয়।
প্রকৃতপক্ষে, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধারণাটি অনেকটাই
প্রতীকী। উপরন্তু যেহেতু অনেকসময়ই ব্যক্তিদের
নিজেদের মধ্যেই নিজেদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিসাবে
দাবী করার প্রবণতা দেখা যায় তাই প্রকৃতপক্ষে
কোন ব্যক্তি/ পরিবার - এর শ্রেণী সম্পর্কে সঠিক
ভাবে জানার জন্য তাদের প্রকৃত আয়, ব্যয়,
ভোগ, কি কি ভোগ্যপণ্যের ব্যবহার দেখা যায়
তা যথাযথভাবে জানা প্রয়োজন, সতীশ দেশপাণ্ডে
বলেছেন যে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংজ্ঞা হিসাবে
বলা যায় - যে সমস্ত ব্যক্তিদের মাসিক মাথাপিছু
ভোগের জন্য ব্যয় হয় 775 টাকা বা পরিবারপিছু
5 জনের ভোগের জন্যে ব্যয় হয় 3875 টাকা
ন্যূনতম - তারা প্রত্যেকেই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অন্তর্গত।
যদিও NSSO এর বিরুদ্ধে এই ভিত্তিতে
অনেক সময় অভিযোগ উঠেছে যে তারা
প্রধানত দরিদ্র নয় - এমন ব্যক্তিদের মধ্যে ভোগের
বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে যথাযথভাবে অবগত হননি।
এই প্রসঙ্গে তাই দেশপাণ্ডে পরবর্তী সময়ে
Market Information Survey of Households

* উল্লিখিত

(MISH), যা National Council for Applied Economic Research দ্বারা সংগঠিত - তার তথ্যের উপরেও গুরুত্ব দিয়েছেন। MISH-এর নমুনা ছিল 3,00,000, যেখানে NSSO-র ছিল 1,20,000। তাছাড়া MISH শহরেই মূলত তথ্য সংগ্রহ করে। এক্ষেত্রে তারা শ্রেণী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংজ্ঞা প্রদান প্রসঙ্গে কারা কি কি তৈরী। উৎপাদিত পণ্য ভোগ করছে সে বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেছেন, তাদের গবেষণায় *উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে সাইকেল, স্কুটার, মোটরসাইকেল, প্রেসার কুকার, মিক্সার-গ্রাইন্ডার, ফ্রিজ, সাদা-কালো টিভি, রঙীন টিভি, ওয়াশিং মেশিন গুরুত্বপূর্ণ। তবে এই গবেষণায় এই কথাও উঠে এসেছে যে 1995-96 সালেও সমগ্র দেশব্যাপী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর হিসাব পাওয়া বা গননা করা দুষ্কর ছিল কারণ সেই সময় প্রায় 8% ঘরে রঙীন টিভি ছিল, 9% পরিবারে ফ্রিজ ছিল এবং মাত্র 6% ব্যক্তিদের স্কুটার ছিল। এমনকি যে সব পরিবারে প্রেসার কুকার ছিল তার সংখ্যাও মাত্র 25%। সুতরাং যতই বলা হয়ে থাকে যে পৃথিবী ব্যাপী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশী কিন্তু ভারতবর্ষে তা প্রকৃত পক্ষে কতজন ব্যক্তিকে চূড়ান্ত পর্যায়ে সেই শ্রেণীর অন্তর্গত রূপে দেখাতে পারে সেই বিষয়ে নানা মত বর্তমান।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী সম্পর্কিত বিকল্প তাত্ত্বিক সংজ্ঞা:

এক্ষেত্রে কয়েকটি বিকল্প তাত্ত্বিক সংজ্ঞার অবতারণা করা হয়েছে।

1) মধ্যবিত্ত শ্রেণী হল সেই শ্রেণী যা শাসক বর্গের ক্ষমতা 'Hegemony' কে শুধুমাত্র ক্ষমতার সংকটে আবদ্ধ না রেখে বিস্তার প্রভাব বজায় রেখে

শাসক বর্গ ও অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষে তথা বিভিন্ন শ্রেণীর পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে মধ্যস্থতা করে থাকে।

২) মধ্যবিত্ত শ্রেণী হল সেই শ্রেণী যারা বোর্দুর ভাষায় Cultural Capital বা সাংস্কৃতিক মূলধনের উপর নির্ভরশীল এবং সেই মূলধনগুলির পুনরায় উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সচেতন ও আগ্রহী।

৩) মধ্যবিত্ত শ্রেণী এমনই বর্ধিষ্ণু শ্রেণী যা মতাদর্শ তৈরী ও বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করে।

দেশপাণ্ডের মতে অন্যান্য পূর্বতন উপনিবেশগুলির মত ভারতেও তার উত্তর-উপনিবেশবাদী চরিত্রের বেশীরভাগটাই পূর্বের উপনিবেশবাদী চরিত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এমনকি এক্ষেত্রেও বলা হয় যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষে সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল কর্তৃত্ব প্রদর্শন করা। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই চরিত্রটি অংশত পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী ধনতান্ত্রিক বিশেষ এবং সেই সম্পর্কিত নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উদ্ভব-এর ফলস্বরূপ লক্ষ্য করা যায়। ঊনিশ শতকের শেষের দিকে ভারতে নতুনভাবে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে কাছারে পেশাভিত্তিক কর্মরত ব্যক্তিরা, তথাকথিত "বাবু"। বিত্তশালী ঘরের" অধিকারী ব্যক্তি (white collar worker) প্রশাসন ও শিক্ষাক্ষেত্রে কর্মরত ব্যক্তিরা ও বিদ্বজন- এই সমস্ত ব্যক্তিদের সমাবেশ দেখা যায়।

উন্নয়ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী : জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের জনক তথা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা প্রধানত সামাজিক বিদ্বজন হিসাবে পরিচিত ছিলেন, এদের মধ্যে অনেকেই

নতুন শহুরে পেশা গ্রহণ করেছিলেন - প্রধানত আইন। মূলত স্বাধীনতা উত্তর ভারতেই মূল মধ্যবিত্ত শ্রেণীগুলির আবির্ভাব হয় - যারা হয়তো অধিক সম্পত্তির অধিকারী ছিলেন না, যারা শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক বিষয়ে অধিক আগ্রহী ছিলেন এবং বিভিন্ন বৃত্তিভিত্তিক পেশা গ্রহণ করেছিলেন। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, উন্নত ও উদারমনস্ক মনোভাবের জন্যে সামাজিক উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন।

পূর্বেকার। জাত- শ্রেণী (Caste-Class) বিভাজন বা দ্বন্দ্ব ক্রমান্বয়ে কমজোরী হয়েছে। উচ্চ জাতের লোকেদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী মনে করার যে প্রবণতা আগে দেখা যেত তা ধীরে ধীরে দূর হয় এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে নির্বিশেষে সব জাতের প্রতিনিধিত্ব দেখা যেতে শুরু করে।

পরিশেষে বলা যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী কোন একটি মাত্র শ্রেণী নয়, এর মধ্যে একাধিক শ্রেণী বা বর্গের অবস্থান থাকতে পারে। ভারতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিশ্বায়নের ফলে আরও উন্নত ও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, জীবিকা প্রভৃতি দিক থেকে এক বিশ্বব্যাপী উন্মুক্ত শ্রেণীর জন্ম হয় ৯০-এর দশকে, যখন উদার অর্থনীতি, বিশ্বায়ন সামাজিক প্রেক্ষাপটকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। এই পরিস্থিতিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে নিজেকে এক শক্তিশালী, উন্নত শ্রেণীরূপে উন্নীত করেছে।